**স্বাধীনতা দিবস - জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশ**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা, শনিবার, ১২ চৈত্র ১৪১৭, ২৬ মার্চ ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূটানের মান্যবর রাজা,

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যবৃন্দ,

কূটনীতিকবর্গ,

আমার প্রাণপ্রিয় ছোট্ট সোনামণিরা এবং

সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম। Very Good Morning to you all.

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১১ উপলক্ষে আয়োজিত জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশে উপস্থিত শিশু-কিশোরদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। দেশবাসীকে জানাচ্ছি মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের শুভেচ্ছা।

আজকের এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নেতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার-নেতার প্রতি। স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাকে।

মার্চ মাস বাঙ্গালির গর্বের মাস। এ মাসে আমরা স্বাধীনতার লালসূর্য ছিনিয়ে আনি। এ মাসেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ জাতির পিতা তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার মহাসমাবেশে ঘোষণা দিয়েছিলেন: এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ।

পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ২৫শে মার্চ রাতে গণহত্যা শুরু করে। তারা ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করতে যায়। গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই জাতির পিতা ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে তৎকালীন ইপিআর-এর ওয়ারলেসের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। তার আহবানে সাড়া দিয়ে মুক্তিকামী বাঙালি প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা সারাদেশে প্রচারপত্র ও মাইকিং-এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি।

সুধিবৃন্দ,

শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। আজকের শিশু আগামী দিনের দেশ গড়ার কারিগর। সেজন্য প্রতিটি শিশুকে সুন্দর ও সুষ্ঠু পরিবেশে বেড়ে উঠার সুযোগ করে দিতে হবে।

শিশুদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ। এটা পরিবারের জন্য যেমন সত্য, তেমনি সমাজ এবং রাষ্ট্রের জন্যও সত্য।

আমরা যদি একটি প্রজন্মকে শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পারদর্শী করে সত্যিকারভাবে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারি, পরবর্তী প্রজন্ম আপনা-আপনি সে ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে।

এ দায়িত্ব আমাদের বড়দের। এ দায়িত্ব সমাজে যাঁরা সামর্থ্যবান আছেন তাঁদের। সঙ্কীর্ণ ব্যক্তি স্বার্থ ভুলে আমাদের বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে কাজ করতে হবে। তবেই দেশের কল্যাণ নিশ্চিত হবে।

স্বাধীনতার ৪০ বছর পার হয়ে গেছে। এখনও অনেক শিশুকে বেঁচে থাকার জন্য হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয়। পড়ালেখার মাঝপথে অনেকের শিক্ষাজীবন বন্ধ হয়ে যায়। শিশুদেরকে ব্যবহার করা হয় নানারকম অপরাধমূলক কাজে।

আমাদের এসব বন্ধ করতে হবে। আমরা চাই না একটি শিশুও অযত্ন, অপুষ্টি আর অবহেলায় বেড়ে উঠুক।

আমরা চাই প্রতিটি শিশু তার শিক্ষাজীবন শেষ করুক। বড় হয়ে নিজের পছন্দমত পেশা বেছে নিয়ে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করুক।

আমরা সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছি। চলতি বছরের মধ্যে শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা হবে। এজন্য বিনামূল্যে বই, শিক্ষা-উপবৃত্তিসহ বিভিন্ন প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে।

তবে সরকারের একার পক্ষে এ বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করা সম্ভব নয়। এজন্য সমাজের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

আমাদের সমত্মানদের সৎ, যোগ্য ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে হবে।

তাদেরকে জানাতে হবে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের কথা; আমাদের হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কথা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে শিশুদের জানাতে হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর সহকর্মীদের অসামান্য অবদান সম্পর্কে আমাদের শিশুকিশোরদের সম্যক ধারণা দিতে হবে।

তবেই তারা বড় হয়ে আদর্শ দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে দেশের এবং দেশের মানুষের জন্য কাজ করবে।

প্রিয় সোনামণিরা,

আজ যারা এখানে এই সুন্দর কুচকাওয়াজ ও শরীর চর্চায় অংশগ্রহণ করছ, তোমাদের সকলকে অভিনন্দন। তোমাদেরকে এই উচ্ছাস, এই জীবনীশক্তি ধরে রাখতে হবে।

আগামী ২০২১ সালে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালিত হবে। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলব।

আজ তোমরা যারা শিশু-কিশোর, ২০২১ সালের মধ্যে তোমরা বড় হবে। সেই স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে তোমাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। সে জন্য তোমাদের নিজেদেরকে প্রস্ত্তত করতে হবে। তোমাদের প্রতিভা ও মেধা দিয়ে এই দেশকে সাজিয়ে তুলতে হবে।

তোমরা পড়াশোনায় মনোযোগী হবে। শিক্ষক ও গুরুজনদের কথা মেনে চলবে। বিশেষভাবে বলতে চাই, তোমাদের পাশে যেসব প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র শিশু আছে তাদের প্রতি সংবেদনশীল হবে। তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াবে।

তাদের মধ্যে অনেক মেধা, প্রতিভা লুকিয়ে আছে। তোমরা তাদেরকে ভালবাসবে, কাছে টেনে নিবে। দেখবে তারাও তোমাদের মত কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখবে।

প্রিয় সোনামণিরা,

তোমাদের মত আমারও একটি ছোট ভাই ছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকেরা আমার বাবা-মাসহ পরিবারের ১৮জন সদস্যসহ আমার ছোট ভাই রাসেলকে হত্যা করে। ফুলের মত নিষ্পাপ আমার ভাই রাসেলকেও তারা রেহাই দেয়নি।

আমি যখন তোমাদের মাঝে আসি, তখন আমি রাসেলকে তোমাদের মাঝে দেখতে পাই। আমি চাই তোমরা মানুষের মত মানুষ হয়ে বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে শিশু হত্যার প্রতিশোধ নিবে।

প্রিয় সোনামণিরা,

আজকে তোমাদের এই আনন্দ-উচ্ছলতা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তোমাদের চোখে-মুখের দৃঢ় প্রত্যয় দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে বাংলাদেশ একদিন বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবেই।

আমরা যুদ্ধ করে ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে এদেশ স্বাধীন করেছি। আমরা বীরের জাতি। এদেশের মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে। এদেশের মানুষ অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকতে পারে না।

আজকের স্বাধীনতা দিবসের এই আনন্দঘন পরিবেশে সকলের প্রতি আহবান, আসুন সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা বাংলাদেশকে জাতির জনকের স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলি। যে বাংলাদেশ হবে শিশুদের জন্য আদর্শ বাসভূমি। যে বাংলাদেশ হবে উন্নত ও সমৃদ্ধ।

সবাইকে আবারও স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের শুভেচছা জানাচ্ছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

......